অবতরণিকা

বাজেটের পটভূমি হিসেবে সামষ্টিক অর্থনীতির অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্য/উপাত্ত উপস্থাপন ও পর্যালোচনাসহ দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির অবস্থান তুলে ধরে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৪ প্রকাশিত হল। সমীক্ষায় বর্তমান অর্থ বছরের প্রথম ছয় মাস বা নয় মাসের তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পুরো অর্থ বছরের তথ্য উপস্থাপিত হলেও তা সাময়িক।

২। মোট পনেরটি অধ্যায় এবং ৬৩ টি পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট সমন্বয়ে সমৃদ্ধ কলেবরে এবারের সমীক্ষা উপস্থাপনা করা হল। এ ছাড়া প্রকরণ এবং বিষয়বস্তুর দিক থেকে এবারের সমীক্ষায় বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির গতিধারা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ পর্যন্ত সামষ্টিক অধ্যায়সমূহে দেশজ উৎপাদ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ, মূল্য-মজুরি ও কর্মসংস্থান, রাজস্ব ও মুদ্রা পরিস্থিতি এবং বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কিত বিষয়াদি স্থান পেয়েছে। সপ্তম থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত খাতভিত্তিক অধ্যায়সমূহে অর্থনীতির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাত যেমন কৃষি, শিল্প, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, পরিবহন ও যোগাযোগ এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিস্থিতি উপস্থাপিত হয়েছে। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়ভিত্তিক ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়ে দারিদ্র পরিস্থিতি ও দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রমের ফলাফল এবং বেসরকারি খাত উন্নয়ন বিষয়ে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। এবারের সমীক্ষায় 'পরিবেশ ও উন্নয়ন' শীর্ষক একটি নতুন অধ্যায় (পঞ্চদশ অধ্যায়) সংযোজন করা হয়েছে।

৩। যথাসময়ে এ সমীক্ষা প্রণয়নে অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। এজন্যে আমি তাঁদের আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই। সমীক্ষা প্রণয়নে যে সব মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা তথ্য/উপাত্ত সরবরাহ করে সহযোগিতা করেছেন তাঁদেরকেও জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

৪। নানাবিধ সীমাবদ্ধতা ও নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে এ সমীক্ষা প্রণীত হয়েছে। ফলে এতে কিছু ভুল-ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। ভবিষ্যতে এর শ্রীবৃদ্ধিসহ এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনাটিকে আরও যুগোপযোগী ও তথ্যসমৃদ্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসহ গবেষক/সমালোচক/অনুসন্ধিৎসু পাঠকের পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

(জাকির আহমেদ খান)
সচিব
অর্থ বিভাগ।